চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম।
প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ..... আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/..... জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং .....- আইন/২০২২। - স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সরকারের নির্দেশক্রমে, নিম্নরূপ উপ-আইন প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **শিরোনাম**।- এই উপ-আইন **চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০২২** নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই উপ-আইনে-

(১) "আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন);

(২) "কর্পোরেশন" অর্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন;

(৩) "দোকান" অর্থ মার্কেটের লে-আউট প্লানভুক্ত নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য কোন দোকান, ষ্টল, অফিসিয়াল স্পেস, বাণিজ্যিক স্পেস বা কোনো ষ্ট্যান্ড ;

(৪) "পরিবার" অর্থ স্ত্রী বা স্বামী বা তাহার উপর নির্ভরশীল পুত্র বা কন্যা;

(৫) "প্রশাসক" অর্থ আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক;

(৬) "ফরম" অর্থ এই উপ-আইনের ফরম;

(৭) "বরাদ্দ কমিটি" অর্থ অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন গঠিত দোকান বরাদ্দ কমিটি;

(৮) "বরাদ্দ গ্রহীতা বা বরাদ্দ প্রাপক" অর্থ কোনো দোকানের বরাদ্দ গ্রহীতা বা বরাদ্দ প্রাপক;

(৯) "মার্কেট" অর্থ কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ভূমির উপর নির্মিত বা স্থাপিত কোনো বাজার বা হাট, ভবন বা অন্য কোন স্থাপনা ও তৎসংলগ্ন কোনো ভূমি, যদি থাকে, অথবা সরকারের মালিকানাধীন বা স্থাপিত কোনো বাজার বা হাট, ভবন বা অন্য কোনো স্থাপনা ও তৎসংলগ্ন কোনো ভূমি, যদি থাকে, যাহার উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

(২) এই উপ-আইনে যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **বরাদ্দ কমিটি**।- (১) মার্কেটের দোকান বরাদ্দের জন্য একটি দোকান বরাদ্দ কমিটি থাকিবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ

(ক) কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের ১ (এক) জন কর্মকর্তা;

(গ) মেয়র কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন পুরুষ কাউন্সিলর ও ১ (এক) জন মহিলা কাউন্সিলর, তবে নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকিলে প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের ১ (এক) জন পুরুষ ও ১ (এক) জন মহিলা কর্মকর্তা;

(ঘ) কর্পোরেশনের সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঙ) কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী, পদাধিকারবলে;

(চ) কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;

(ছ) কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পদাধিকারবলে;

(জ) কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা পদাধিকার বলে, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (গ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) মেয়র উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন মনোনীত সদস্যকে, কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন;

(খ) উক্তরুপে মনোনীত কোন সদস্য যে কোনো সময় মেয়রের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৪। **বরাদ্দ কমিটির কার্যাবলি**।- বরাদ্দ কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) দোকান বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়ন এবং উহা অনুমোদনের নিমিত্তে মেয়রের নিকট উপস্থাপন;

(খ) দোকানের সালামি, ভাড়া, যাবতীয় ফিস ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারনের উদ্দেশ্যে মেয়রের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

(গ) প্রতি ৩ (তিন) বৎসর অন্তর অন্তর দোকানের সালামি, ভাড়া, যাবতীয় ফিস ও সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারনের জন্য মেয়রের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

(ঘ) অস্থায়ীভাবে প্রদত্ত বরাদ্দসমূহকে স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

৫। **বরাদ্দ কমিটির সভা**।- (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বরাদ্দ কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বরাদ্দ কমিটির সভা, উহার সভাপতির সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহুত হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি বরাদ্দ কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) সভার উপস্থিত উহার প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার ভিত্তিতে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং কোনো বিষয়ে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৬। **দোকান বরাদ্দের অনুপাত**।- (১) এই উপ-আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দোকান বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান সাপেক্ষে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে বরাদ্দ প্রদানের পর মার্কেটের অবশিষ্ট নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য দোকানসমূহ, নিম্নবর্ণিত অনুপাতে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে, যথাঃ–

(ক) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) সাধারণ প্রার্থীদের জন্য; তন্মধ্যে ১০% (শতকরা দশভাগ) নারী উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে;

(খ) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) মেয়র বা প্রশাসক বরাদ্দ প্রদান করিবেন; তন্মধ্যে ১০% (শতকরা দশ ভাগ) দোকান নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের জন্য পার্শ্বে উল্লেখিত অনুপাতে সংরক্ষিত থাকিবে, যথাঃ-

(অ) ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) দোকান সনদপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বা তাঁহার পরিবারের কোনো সদস্যদের জন্য বা জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা তাঁহার পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য;

(আ) ৩% (শতকরা তিন ভাগ) কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য;
তবে শর্ত থাকে যে, চাকুরীকালীন সময়ে কেউ আকস্মিকভাবে বা দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পোষ্যগণ বা পঙ্গুত্ববরণ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(ই) ২% (শতকরা দুই ভাগ) দোকান প্রতিবন্ধীদের জন্য;

(গ) অবশিষ্ট ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) মেয়র বা প্রশাসক কর্তৃক সরাসরি কোটা নির্বিশেষে উপযুক্ত আবেদনকারীগণের মধ্যে বরাদ্দের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) দফা (খ) তে বর্ণিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদন স্বল্পতার কারণে কোনো দোকান বরাদ্দ করা সম্ভব না হইলে, উক্ত দোকান উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক)তে বর্ণিত সাধারণ প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এর অধীন নারী উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদের জন্য দোকান বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব একই তলায় বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

ব্যাখাঃ এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **"ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি"** অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, যিনি কোনো স্থানে মার্কেট নির্মাণের পূর্বে উক্ত স্থানে কর্পোরেশন কর্তৃক স্থায়ী বা অস্থায়ী বৈধ বরাদ্দ প্রাপক হিসাবে ব্যবসায়রত ছিলেন এবং মার্কেট নির্মাণের কারণে উক্ত স্থানে তাহার ভবন, ভূমির মালিকানা বা ব্যবসা হারাইয়াছেন। তবে উপ-ইজারা গ্রহীতা "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" হিসেবে গণ্য হবে না।

৭। **দোকান বরাদ্দের নিয়মাবলী**।- **(১)** অনুচ্ছেদ ৬ এর–

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে দোকান মেয়র বা প্রশাসক কর্তৃক সরাসরি কর্পোরেশন নির্ধারিত মূল্যে,

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এর অধীন সাধারণ প্রার্থীদের দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে এবং

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ) এর অধীন কোটাধারী প্রার্থীদের দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে মেয়র বা প্রশাসক কর্তৃক সরাসরি কর্পোরেশন নির্ধারিত মূল্যে, বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(২) বরাদ্দ কমিটি, অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত দোকানসমূহ বরাদ্দের লক্ষ্যে, বরাদ্দ প্রদানযোগ্য দোকানের সংখ্যা, পরিমাপ, ন্যূনতম মূল্য, সালামির টাকার পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করিয়া কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ড ও কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে এবং বহুল প্রচারিত ১ (এক) টি জাতীয় ও ১ (এক) টি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করিবে।

(৩) যে কোন দোকান বরাদ্দ গ্রহণের জন্য "ফরম-ক" অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বরাদ্দ কমিটির নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৪) বরাদ্দ কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন গ্রহণের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করিবে এবং উক্ত আবেদন গ্রহণের সময় শেষ হইলে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে উহা যাচাই-বাছাইক্রমে মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসকের নিকট দোকান বরাদ্দের সুপারিশ দাখিল করিবে।

(৫) অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত কোটা অনুযায়ী নির্মিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী, মেয়রের বা ক্ষেত্রমত প্রশাসকের অনুকূলে, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন জারীকৃত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সালামির পরিমাণের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আবেদনের সহিত দাখিল করিবে।

(৬) উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এ বর্ণিত সালামির পরিমাণের অবশিষ্ট অর্থ সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ২ (দুই) মাসের মধ্যে ২ (দুই) টি সমান কিস্তিতে কোনো তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে, তবে উহা এককালীনও পরিশোধ করা যাইবে।

(৭) অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত কোটা অনুযায়ী নির্মাণাধীন দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী, মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসকের অনুকূলে, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন জারীকৃত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সালামির ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আবেদনের সহিত দাখিল করিবে।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এ বর্ণিত সালামির অবশিষ্ট অর্থ সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ৫ (পাঁচ) টি সমান কিস্তিতে কোনো তফসিলি ব্যাংকে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে, তবে উহা এককালীনও পরিশোধ করা যাইবে।

(৯) উপ-অনুচ্ছেদ (৬) ও (৮) এ উল্লিখিত সালামির অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমাকৃত সালামির পরিমাণের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) অর্থ কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(১০) সর্বোচ্চ দরদাতা দোকান বরাদ্দ পাওয়ার পরও উপ-অনুচ্ছেদ (৯) অনুসারে তার দোকানের বরাদ্দ বাতিল করা হলে বরাদ্দ কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে বরাদ্দপত্রের তারিখ হতে অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে দর প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর দাতাকে উক্ত দোকানটি বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর দাতাকে সালামির সমুদয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের তারিখ হইতে (৭) সাত দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(১১) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন সুপরিশ প্রদানের ক্ষেত্রে ১ (এক) টি দোকানের জন্য একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে বা আবেদনের সংখ্যা দোকানের মোট সংখ্যার অধিক হইলে, বরাদ্দ কমিটি অনুচ্ছেদ ৮ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ প্রাপক নির্বাচন করিবে।

(১২) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসক, বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ প্রাপ্ত হইবার পরবর্তী ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে উহা অনুমোদন করিবেন বা যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে উহা উল্লেখপূর্বক সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য বরাদ্দ কমিটির নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিবেন।

(১৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১২) এর অধীন সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত হইলে বরাদ্দ কমিটি পরবর্তী ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনাক্রমে পুনরায় সুপারিশ প্রণয়ন করিয়া মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসকের নিকট পেশ করিবে এবং মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসক উহা প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(১৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১২) এর অধীন অনুমোদন বা উপ-অনুচ্ছেদ (১৩) এর অধীন সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর বরাদ্দকৃত দোকান নম্বর উল্লেখপূর্বক অনুমোদিত তালিকা ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ড টানাইয়া দিতে হইবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(১৫) উপ-অনুচ্ছেদ (১৪) এর অধীন তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের অনুকূলে ও তাহাদের স্থায়ী ঠিকানায় বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(১৬) সাময়িক বরাদ্দ প্রপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কোনো বরাদ্দ প্রাপক দোকানের বরাদ্দ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করিলে উক্ত দোকান বরাদ্দ পাইবার জন্য কেবল ১ (এক) জন আবেদনকারী অবশিষ্ট থাকিলে উক্ত আবেদনকারীকে এবং একাধিক আবেদনকারী থাকিলে উহা অনুচ্ছেদ ৮ এ উল্লিখিত লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(১৭) সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির পর কোনো ব্যক্তি বরাদ্দ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করিলে সালামি হিসাবে তাহার প্রদত্ত অর্থের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

(১৮) উপ-অনুচ্ছেদ (১৫) এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক বরাদ্দপত্রে বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সালামির অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের সময়সীমা, কিস্তির পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৯) মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসক, অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ) এর অধীন মনোনীত ব্যক্তির অনুকূলে কোনো দোকান সরাসরি বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে বরাদ্দ গ্রহীতাগণের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক সালামির অর্থ আদায়, জামানত বাজেয়াপ্ত, বা ইত্যাদি বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম অনুসরনীয় হইবে।

৮। **লটারি**।-(১) অনুচ্ছেদ ৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এর অধীন দোকান বরাদ্দের সুপারিশ প্রদানের বরাদ্দ কমিটির সভায় লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন করা যাইবে।

(২) লটারি অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিয়া লটারি অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭(সাত) কার্যদিবস পূর্বে কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি জারি এবং কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) লটারি অনুষ্ঠানের স্থানে আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

৯। **জামাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান**।- (১)কোন আবেদনকারী যদি বরাদ্দপত্র প্রদানের পূর্বে বরাদ্দ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্পোরেশন উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে জমাকৃত পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত অর্থ আবেদনকারী বা আবেদনকারীর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবে।

(২) কোনো আবেদনকারীকে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা না হইলে, কর্পোরেশন তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পে-অর্ডার ও ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত অর্থ আবেদনকারী বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির নিকট পেরত প্রদান করিতে হইবে।

১০। **খালি জায়গায় মার্কেট বা দোকান নির্মাণ**।- (১) কর্পোরেশন, উহার মালিকানাধীন ভূমিতে, তৎকর্তৃক নির্মাণ ব্যয় ও ভাড়া নির্ধারণপূর্বক, স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত সমিতির সদস্যগণের নিকট হইতে নির্মাণ ব্যয় বাবদ আদায়কৃত অর্থ দ্বারা অস্থায়ী দোকান বা মার্কেট নির্মাণ বা জায়গা করিয়া উক্ত সমিতি বা সমিতির সদস্যদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত সমিতি নিজস্ব অর্থে দোকান নির্মাণ করিতে চাহিলে কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ও কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে উহা করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

১১। **দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনুসরনীয়**।- (১) বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ ব্যতীত কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ) এর অধীন দোকান বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে না।

(২) বরাদ্দ কমিটি, কর্পোরেশনের পরিকল্পনা বহির্ভূত বা মার্কেট বা ভবনের মূল পরিকল্পনার বাহিরে কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করিতে পারিবে না।

১২। **সালামি ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ**।- (১) কর্পোরেশন, বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য মার্কেটের কোন দোকানের অগ্রিম সালামি, সালামি ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বরাদ্দ কমিটি সুপারিশ প্রনয়নকালে দোকানের অবস্থান, নির্মাণ খরচ, আয়তন ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি (যেমনঃ ভূমির মূল্য ব্যতীত অন্যান্য খরচ, যদি থাকে এবং বিনিয়োগের উপর মার্কেটের অবস্থানভেদে মুনাফা) বিবেচনা করিবে।

(৩) উপ- অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এর অধীন কোন মার্কেটের সালামি ও ভাড়া নির্ধারণপূর্বক দোকান বরাদ্দের উদ্দেশ্যে পর পর ৩ (তিন) বার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার পর সালামি ও

ভাড়া অতিরিক্ত ধার্যের কারণে কোনো দোকান বা বাণিজ্যিক স্পেস বরাদ্দ করা সম্ভব না হইলে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, উক্ত মার্কেটের সালামি ও ভাড়া হ্রাস করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। **চুক্তি সম্পাদন ও দখল হস্তান্তর**।- (১) কর্পোরেশন নির্ধারিত সালামির সমুদয় অর্থ পরিশোধের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতাকে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করিবে।

(২) কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাদ্দ গ্রহীতার সহিত কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরম অনুসরণে একটি বরাদ্দ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কর্পোরেশন, দোকানের দখল বরাদ্দ গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করিবে।

(৪) কর্পোরেশন দখল হস্তান্তরের তারিখ হইতে বরাদ্দ গ্রহীতার নিকট হইতে অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন নির্ধারিত হারে দোকানের ভাড়া আদায় করিবে।

১৪। **দোকানের দখল সমর্পণ**।- (১) কোনো বরাদ্দ প্রাপক যদি দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় কর্পোরেশনের নিকট দোকান সমর্পন (Surrender) করেন, তাহা হইলে সালামি বাবদ পরিশোধিত অর্থের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) কর্তন সাপেক্ষে, উক্ত বরাদ্দ বাতিল করিয়া সমর্পণের ৩০ (ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোনো বরাদ্দ প্রাপক দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার পরবর্তী কোনো সময় যদি উক্ত দোকান স্বেচ্ছায় কর্পোরেশনের নিকট সমর্পণ (Surrender) করেন, তাহা হইলে সালামির অর্থের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এবং কর্পোরেশনের অন্যান্য পাওনা, যদি থাকে, কর্তন সাপেক্ষে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করিয়া সমর্পণের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে সালামির অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

১৫। **বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক ব্যবসা শুরুর সময়সীমা**।- (১) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যবসা শুরু করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, বরাদ্দ গ্রহীতার আবেদনক্রমে কর্পোরেশন বিশেষ বিবেচনায় উক্তরূপ সময়সীমা অনধিক ৬০(ষাট) কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ব্যবসা শুরু না করিলে উক্ত সময় অতিবাহিত হাইবার সঙ্গে সঙ্গে বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এক্ষেত্রে কর্পোরেশন জমাকৃত সালামির অর্থের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) ও অন্যান্য পাওনা, যদি থাকে, কর্তন করিয়া বরাদ্দ বাতিলের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতাকে সালামির অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিবে।

১৬। **মাসিক ভাড়া পরিশোধ**।- (১) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা প্রতি মাসের ভাড়া উক্ত মাসের মধ্যে কর্পোরেশন বরাবর তৎকর্তৃক নিধারিত পদ্ধতিতে অথবা নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন পর পর ৩ (তিন) মাস দোকান ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হইলে পরবর্তী মাসের ০১ (এক) তারিখ হইতে ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) হারে সারচার্জ আরোপ করা যাইবে।

১৭। **দোকানের দখল হস্তান্তর বা নামজারি, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ**।-(১) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট দোকানের দখল হস্তান্তর বা নামজারি বা সাব-লেট প্রদান করিতে পরিবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে ৩ (তিন) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ অনুমতি ফি প্রদান সাপেক্ষে দোকান হস্তান্তর, খালি জায়গা অথবা সাব-লেট প্রদান করা যাইবে

এবং হস্তান্তরিত মূল্যের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) বা ১২ (বার) মাসের ভাড়ার মধ্যে যেটি বেশি হয় সেই পরিমাণ টাকা হস্তান্তর ফি হিসাবে জমা প্রদান করিয়া অন্যত্র হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) দোকানের দখল হস্তান্তর বা নামজারি এবং দোকানের সাব-লেট প্রদানের ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ উক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করিবে।

১৮। **দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, ইত্যাদি**।- কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ খরচে দোকানের বৈদ্যুতিক লাইন সংযোজনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফিটিংস লাগাইবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করিবে।

১৯। **কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন নিষিদ্ধ**।- (১) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা দোকানের কোন কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন করিতে পারিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে, বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ খরচে কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন না করিয়া অস্থায়ীভাবে উপহার পুনর্বিন্যাস করিতে পরিবেন।

(২) কর্পোরেশনের বিদ্যমান কোনো মার্কেট ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণাধীন সময়ে বরাদ্দ গ্রহীতা কর্পোরেশনের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দোকন খালি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং দোকান খালি করিবার কারণে যদি তাহার ব্যবসায় সাময়িক অসুবিধা হয়, তবে উহার জন্য কর্পোরেশনের নিকট হইতে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইবে না।

২০। **দোকানের/খালি জায়গার ব্যবহার**।- যে ব্যবসার জন্য দোকান/খালি জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যবসা ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যবসা বা আবাসিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, বরাদ্দ গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট দোকানের ১২ (বার) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ (অফেরতযোগ্য) কর্পোরেশনের অনুকূলে জমা প্রদান করিয়া কেবল ব্যবসার ধরণ পরিবর্তন করিতে পরিবে; এবং

(খ) কর্পোরেশন উক্তরূপ পূর্বানুমোদন প্রদানের পূর্বে ব্যবসার ধরণ পরিবর্তনের প্রকৃতি ও বৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবে।

২১। **সার্ভিস চার্জ বা অন্যান্য পাওনা পরিশোধ**।- (১) কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ বা ফিস বরাদ্দ গ্রহীতা কর্পোরেশন বরাবর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করিবে।

(২) বরাদ্দকৃত দোকানে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস টেলিফোন বা অনুরূপ কোনো সার্ভিস গ্রহণ করা হইলে বরাদ্দ গ্রহীতা উহার জন্য প্রয়োজনীয় চার্জ, ফিস বা বিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করিবে।

২২। **দোকান পরিদর্শন**।-(১) কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসংগত যে কোনো সময় দোকান পরিদর্শন করিতে পরিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গ্রহীতা বা তাহার প্রতিনিধি অনুরূপ পরিদর্শনের জন্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) পরিদর্শনকালে কোনো দোকান যদি অপরিচ্ছন্ন ও অ-স্বাস্থ্যকর পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশের মাধ্যমে উহা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত করিবার বা অ-স্বস্থ্যকর উপাদানসমূহ অপসারণ করিবার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতা যদি দোকান পরিচ্ছন্ন বা স্বাস্থ্যসম্মত না করেন বা উহার অস্বাস্থ্যকর উপাদান অপসারণ না করেন, তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজ খরচে দোকানটিকে পরিচ্ছন্ন বা স্বাস্থকর বা উহার অ-স্বাস্থ্যকর উপাদান অপসারণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কার্যক্রম বাবদ ব্যয়িত অর্থ বরাদ্দ গ্রহীতা কর্পোরেশন বরাবর তৎকর্তৃক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিবে।

২৩। **ভাড়া, ইত্যাদি বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ**- (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন, বিধি বা উপ-আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্পোরেশন দোকানের ভাড়া প্রতি ৩(তিন) বৎসর অন্তর অন্তর বরাদ্দ কমিটির সুপারিশক্রমে বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অধীন ভাড়া বা ফি বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অনুরূপ মার্কেটে প্রচলিত ভাড়া বা বিভিন্ন ফি এর হার বিবেচনা করিতে হইবে।

২৪। **ভাড়া বা অন্যান্য পাওনা সরকারি দাবি হিসাবে আদায়**।- কোন বরাদ্দ গ্রহীতার নিকট হইতে বকেয়া ভাড়া ও অন্যান্য পাওনা, আইনের ধারা ৮৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারি দাবি (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২৫। **বরাদ্দ বাতিল**।- (১) নিম্নবর্ণিত কারণে দোকানের বরাদ্দপত্র বাতিল করা যাইবে, যথা:-

(ক) অনুচ্ছেদ ২০ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে;

(খ) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা বরাদ্দপত্রের শর্ত ভঙ্গ করিলে বা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে বা বাস্তবায়ন না করিলে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পূরণ করিতে না পারিলে;

(ঘ) বরাদ্দ গ্রহীতা চুক্তিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কারণে বরাদ্দ বাতিলের আদেশ প্রদানের পূর্বে কর্পোরেশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত দোকানের বিষয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধান বা তদন্তপূর্বক লিখিত ও বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কারণে বরাদ্দ বাতিলের পূর্বে বরাদ্দ গ্রহীতাকে কর্পোরেশন কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জবাব বা বক্তব্য লিখিতভাবে কর্পোরেশনের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির পর বরাদ্দ গ্রহীতা নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো জবাব প্রদান না করিলে বা তাহার বক্তব্য কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক না হইলে বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে কর্পোরেশন উক্ত দোকানের বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে এবং বরাদ্দ বাতিলের আদেশ লিখিতভাবে বরাদ্দ গ্রতীতাকে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) কোনো দোকানের বরাদ্দ বাতিলের আদেশ প্রদান করা হইলে কর্পোরেশন অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দোকানের দখল গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই উপ-আইন অনুযায়ী পুনরায় বরাদ্দ প্রদান করিতে পরিবে।

(৬) কর্পোরেশনের উন্নয়ন বা জনস্বার্থে, প্রয়োজন হইলে, ৩০ (ত্রিশ) কার্যবিদসের নোটিশ প্রদান করিয়া যে কোনো বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে বরাদ্দ গ্রহীতা আনুপাতিক হারে সালামি ফেরত পাইবেন।

২৬। **বাতিলকৃত বরাদ্দ পুনর্বহাল**।-(১) অনুচ্ছেদ ২৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন কোনো দোকানের বরাদ্দ বাতিল হইলে, বরাদ্দ গ্রহীতা উক্ত বাতিল আদেশের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের

মধ্যে জরিমানা হিসাবে দোকানের ১২ (বার) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ পে-অর্ডারের মাধ্যমে মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসক বরাবর প্রদান সাপেক্ষে দোকানটি পুনঃ বরাদ্দের জন্য আবেদন করিতে পরিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বরাদ্দ কমিটি যথাযথ মনে করিলে দোকানের/খালি জায়গার বাতিলকৃত বরাদ্দ পুনর্বহাল করিতে পারিবে।

২৭। **পুনর্বিবেচনা**।- (১) এই উপ-আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৩) মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা, এই উপ-আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোনো আদেশ প্রদান করিয়া, নিষ্পত্তি করিবে।

২৮। **আপীল**।- অনুচ্ছেদ ২৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন মেয়র বা ক্ষেত্রমত প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সরকারের নিকট উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপীল করিতে পরিবে এবং এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২৯। **বিদ্যমান দোকানের ক্ষেত্রে এই উপ-আইনের প্রয়োগ**।- এই উপ-আইন জারী হওয়ার পূর্বে কর্পোরেশন কর্তৃক যেসকল দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল দোকানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্তাবলী সাপেক্ষে এই উপ-আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

ফরম "ক"

[.....]

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

ক্রমিক নং-

১। আবেদনকারীর নাম ঃ

২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। জন্ম তারিখ ঃ

৫। জাতীয়তা ঃ

৬। স্থায়ী ঠিকানা ঃ

৭। বর্তমান ঠিকানা ঃ

৮। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ

৯। পেশা ঃ

১০। বর্তমানে কি ব্যবসায়রত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১১। Tax Identification No (যদি থাকে) ঃ

১২। Business Identification No (যদি থাকে) ঃ

১৩। পাসর্পোট নম্বর (যদি থাকে) ঃ

১৪। বিগত বৎসরের আয়কর প্রদানের ঃ

১৫। আবেদনের ধরন- (টিক চিহ্ন দিতে হবে) (ক) সাধারণ প্রার্থী-(পুরুষ/মহিলা)
(খ) মেয়র বা প্রশাসক কোটা-
(অ) মুক্তিযোদ্ধা
(আ) জাতীয় পর্যায়ে অবদান
(ই) প্রতিবন্ধী
(ঈ) অন্যান্য

১৬। মার্কেটের নাম ঃ প্রার্থীত দোকানের আয়তন.....
দোকান নম্বর .....

১৭। কর্পোরেশনের কোনো মার্কেটে নিজ বা পরিবারের সদসের নামে দোকান বরাদ্দ আছে কি-না? ঃ

১৮। পে-অর্ডার নম্বর ....., তারিখ ..... টাকার পরিমাণ .....
ব্যাংকের নাম ....., শাখা .....

১৯। আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাব নং (যে হিসাবে তিনি টাকা ফেরত নিতে চান) ঃ

হলফনামা

আমি এই মর্মে হলফ করিতেছি যে, উপরি-বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক। কোনো রকম সত্য গোপন করা হয় নাই বা কোনো মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হয় নাই। প্রদত্ত তথ্যাদি মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

বিঃদ্রঃ আবেদনের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সনদসহ হালনাগাদ সকল কাগজ দাখিল করিতে ইহবে।